বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকায় তারেক রহমান



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বের বার্ষিক প্রকাশনা 'দ্য মুসলিম ৫০০'-এর ২০২৭ সালের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ তালিকায় বাংলাদেশের আরও দুই ব্যক্তি হলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন ও রোহিঙ্গা অধিকারকর্মী রাজিয়া সুলতানা। জর্ডানভিত্তিক রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার (আরআইএসএসসি) প্রকাশনাটি প্রকাশ করেছে।

তালিকায় তারেক রহমানের রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরে বলা হয়েছে, বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেওয়ার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। দীর্ঘ নির্বাসন শেষে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দেশে ফেরার বিষয়টিও তাঁর পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য দুই বাংলাদেশির মধ্যে ড. হামিদা হোসেন ইতিহাসবিদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী। ১৯৬৯ সালে রাজনৈতিক সাময়িকী 'ফোরাম' প্রতিষ্ঠায় যুক্ত ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধকালীন সহিংসতার শিকার নারীদের পুনর্বাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক চেয়ারপারসন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাজিয়া সুলতানা রোহিঙ্গা আইনজীবী ও গবেষক। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের যৌন সহিংসতা এবং মানবপাচারের ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরছেন তিনি। রোহিঙ্গা নারীদের অধিকার ও কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'রোহিঙ্গা উইমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'।

২০২৭ সালের প্রকাশনায় বর্ষসেরা পুরুষ নির্বাচিত হয়েছেন গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক ড. হুসাম আবু সাফিয়া। হাসপাতালটির সাবেক পরিচালক হিসেবে যুদ্ধের মধ্যেও চিকিৎসাসেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। পরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার বিষয়টিও তাঁর নির্বাচনে বিবেচনায় এসেছে।

বর্ষসেরা নারী হয়েছেন ইরানের মিনাব শহরের একটি স্কুলে হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া শিক্ষার্থী ফাতেমেহ জাহরা শেখাবাদি। হামলায় নিহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্মৃতির প্রতিও সম্মাননাটি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হামলার অভিজ্ঞতা জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

'দ্য মুসলিম ৫০০' বিশ্বের প্রায় ২২০ কোটি মুসলিমের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়। ২০২৭ সালের সংস্করণটি প্রকাশনার ১৮তম আয়োজন। রাজনীতি, ধর্মীয় নেতৃত্ব, শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান বিবেচনায় নেওয়া হয়।

ব্যক্তির সামাজিক প্রভাব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারী, প্রকাশিত বই, জনমত, বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি অবদানের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করা হয়। প্রথম ৫০ জনকে ক্রমানুসারে এবং বাকি ৪৫০ জনকে পেশা ও অবদানের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে রাখা হয়েছে। প্রকাশক সংস্থার ভাষ্য, তালিকায় স্থান পাওয়া মানেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতাদর্শ বা কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন নয়; মুসলিম বিশ্বে তাঁদের প্রভাব ও ভূমিকা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।